সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

সাহাবীদের ইসলামগ্রহণের গল্প

মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

সীরাত সাহাবীদের ইসলামগ্রহণের গল্প
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২০ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : রবিউল আউয়াল ১৪৪২ / নভেম্বর ২০২০
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব

ISBN : 978-984-94929-6-2

মূল্য : ৳ ২০০ (দুই শত টাকা মাত্র) USD 10.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম এ উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ। আল্লাহ তাআলা তাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী হওয়া এবং তার ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নির্বাচিত করে নিয়েছিলেন। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত তাদের মাহাত্ম্য স্বীকার করা এবং তাদের অনুসরণ করা। এজন্য সর্বোচ্চ শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে তাদের আচার-আচরণ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরতে হবে। বস্তুত তারা হেদায়েতের সরল পথে ছিলেন।

নবুওয়াত লাভ করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাই ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেছিলেন। তারপর একে একে মহান সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হতে থাকেন। কেমন ছিল সেইসব সাহাবীদের ঈমান আনার গল্প? এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বইটি রচনা করা হয়েছে।

সকল সাহাবীর ইসলামগ্রহণের গল্প ইতিহাসে সংরক্ষিত হয়নি। তবে যেসব সাহাবীর ইসলামগ্রহণের ঘটনা বিস্তারিত জানা যায়, সেগুলো খুবই আশ্চর্যজনক এবং শিক্ষামূলক। তাদের মধ্যে এ গ্রন্থে বারোজন বিশিষ্ট সাহাবীর ইসলামগ্রহণের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি ঘটনাই গল্প আকারে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে; যাতে শিশু-কিশোরসহ সকল শ্রেণির পাঠকই উপকৃত হতে পারেন। এ গ্রন্থটি রচনায় নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি

অনুসরণ করা হয়েছে। আশা করা যায়, পাঠকগণ দ্বীনের পথে নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে উঠবেন, ইনশাআল্লাহ।

সমকালীন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও দ্বীনী ব্যক্তিত্ব মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ সাহেব পাণ্ডুলিপিটি দেখে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আমি তার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটির লেখক, পাঠক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
লেখক ও প্রকাশক
মাকতাবাতুল ফুরকান, ঢাকা

০৩ নভেম্বর ২০২০

সূচিপত্র

সালমান আল-ফারসি রা.	৯
উমর ইবনুল খাত্তাব রা.	১৯
আবু যর গিফারী রা.	৩১
হামযা রা.	৩৯
সাদ ইবনে মুআয রা. এবং উসাইদ ইবনে হুদাইর রা.	৪৫
উমাইর ইবনে ওহাব রা.-এর	৫৩
আবু সুফিয়ান রা.-এর	৬১
তুফাইল ইবনে আমর রা.	৬৫
যিমাদ আযদী রা.	৬৯
আবুল আস ইবনে রাবী রা.	৭১
সুহাইব ইবনে সিনান রা.	৭৫
গ্রন্থপঞ্জি	৮০

خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے
وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

যারা নিজেরাই সুপথের ওপর ছিল না,
তারাই অন্যদের জন্য হয়ে গেল পথপ্রদর্শক।
কি দৃষ্টিই না ছিল তার—
যা দিয়ে মৃত আত্মাকেও জীবন্ত করে তুলতেন তিনি।

সালমান আল-ফারসী
রা.-এর ইসলামগ্রহণ

এক সময় পৃথিবীতে মানুষ দীর্ঘ হায়াত পেত। হাজার বছর কিংবা তারও বেশি। সেটা কমে কমে এখন একশ'র নিচে চলে এসেছে। কেউ কেউ একশ'র বেশিও বাঁচে। তখন সেটি খবর হয়ে ওঠে। সালমান আল-ফারসী এরকম একজন। তিনি দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন। কয়েকশ বছর। তার যুগে অন্য কেউ এত হায়াত পাননি। দীর্ঘ জীবনের ঘটনাও দীর্ঘ হয়। এজন্য তার ইসলামগ্রহণের ঘটনা এক-দুইদিনের নয়; বরং শত বছরের। আল্লাহ তাকে বিশেষভাবে ইসলামের জন্য মনোনীত করেছিলেন।

পারস্যের ইসফাহান অঞ্চলে একটি গ্রামের নাম জায়ান। এ গ্রামেই তার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। যুবক বয়স পর্যন্ত তিনি এখানেই ছিলেন। তার বাবা ছিলেন গ্রামের সর্দার। সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। ধনীদের বিভিন্ন বাতিক থাকে। তার বাবারও ছিল। কী এক অমঙ্গলের আশঙ্কায় প্রিয় ছেলেকে গৃহবন্দী করে রাখলেন। পায়ে বেড়ি পর্যন্ত পরালেন। যুবক বয়সে বন্দিত্ব ভালো লাগার কথা নয়। সালমানেরও ভালো লাগল না। একদিন সুযোগ বুঝে ঘর ছেড়ে পালালেন।

স্রষ্টার ইবাদতে খুব আগ্রহ ছিল সালমানের। এজন্য জীবন উৎসর্গ করতে চাইতেন। পিতার ধর্ম ছিল মাজুসী। তিনি আগুনের পূজা করতেন। আর সারক্ষণ আগুন জ্বালিয়ে রাখার

দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সালমানকেই। এসব কাজে তার আগ্রহের কমতি ছিল না। একদিন গ্রামের এক গীর্জায় ঢুকে পড়েন তিনি। তাদের প্রার্থনা-পদ্ধতি তার মন কেড়ে নেয়। সেই থেকে খ্রিস্টধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। তখন এ ধর্মের উৎস ছিল শামে। তিনি স্থানীয় খ্রিস্টানদের সহায়তায় দামেস্কে পাড়ি জমান।

দামেস্কে তিনি নতুন। এই প্রথম গ্রামের বাইরে কোথাও এলেন। কাউকেই চেনেন না। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে করে এক গীর্জায় গিয়ে উঠলেন। গীর্জার পুরোহিতকে নিজের বাসনা বললেন : 'আমি খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। আমার ইচ্ছা, আপনার সাহচর্যে থেকে আপনার খিদমত করা, আপনার নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করা এবং আপনার সঙ্গে প্রার্থনা করা।' এতে পুরোহিত রাজি হলো। তিনি তার সঙ্গে থাকা শুরু করলেন।

ধনীর আদরের দুলাল ছিলেন সালমান। সবছেড়ে এই বৈরাগ্য জীবনেই তিনি শান্তি খুঁজে পেলেন। কিন্তু এ শান্তি বেশিদিন টিকল না। পুরোহিতের কর্মকাণ্ড তার ভালো লাগল না। ধর্মীয় নেতা হতে হলে সৎ হতে হয়। পুরোহিতটা মারাত্মক অসৎ। অসৎ লোকের সঙ্গে থাকা মুশকিল। সেবা করা আরও কঠিন। অন্য কোথাও যাবেন, সে উপায়ও নেই। বাধ্য হয়ে এখানেই থাকতে লাগলেন।

সালমানের ভাগ্য বরাবরই সুপ্রসন্ন। কিছু দিনের মধ্যেই অসৎ লোকটি মরে গেল। তার জায়গায় এলো নতুন পুরোহিত। নতুন মানুষটিকে তার ভালো লাগল। তিনি দুনিয়া-বিরাগী এবং ইবাদতগুজার; সঠিক খ্রিস্টধর্মের প্রচারক এবং ধারক।

সালমান সর্বস্ব দিয়ে তার সেবা করতেন। দুজন আত্মার আত্মীয় হয়ে ওঠেন। এভাবে লম্বা একটা সময় অতিবাহিত হলো। তারপর সেই পুরোহিত ইন্তেকাল করলেন। মৃত্যুর আগে সালমানকে আরেকজন পুরোহিতের সন্ধান দিয়ে গেলেন। সেই পুরোহিত থাকেন মাসুলে। এখন তাকে মাসুলে যেতে হবে। তিনি গেলেন।

সালমানের আবার নতুন জীবন শুরু হলো। মাসুলের লোকটিও ভালো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তিনিও পরপারে পাড়ি জমান। এবার সন্ধান পেলেন নাসসিবিনে আরেক পুরোহিতের। গেলেন। নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী এ পুরোহিতও বেশিদিন বাঁচলেন না। তিনি মৃত্যুর আগে সালমানকে বললেন, 'অমুক নামে আমুরিয়্যাতে এক লোক আছেন। তুমি তার সাহচর্য অবলম্বন করো। এ ছাড়া আমাদের এ সত্যের উপর অবশিষ্ট আর কাউকে আমি জানি না।'

জীবন উৎসর্গিত না হলে কেউ এমনভাবে ইবাদত-বন্দেগীতে লেগে থাকে না। এ পর্যন্ত চারজন পুরোহিতের সঙ্গ লাভ করেছেন। খ্রিস্টধর্মের যাবতীয় বিষয়াদি, গির্জার নানা কর্মকাণ্ড, প্রার্থনা পদ্ধতি, উৎসব—কোনো কিছুই শেখা বাকি নেই। চাইলেই তিনি এখন পুরোহিত সেজে বিলাসী জীবন কাটাতে পারেন। কিন্তু তিনি শিষ্যত্বকেই বেছে নিলেন। আমুরিয়্যাতে গিয়ে হাজির হলেন। ওই লোককে খুঁজে বের করলেন। তার সঙ্গে থাকার অনুমতি চাইলেন। অনুমতি মিলল।

নতুন পুরোহিত লোকটি আগের তিনজনের মতো একই পথ ও মতের অনুসারী। সালমানের ভালো লাগল। তবে এ ভালো লাগাও বেশিদিন টিকল না। অদৃশ্যের ইশারায় তিনিও খুব দ্রুত

জীবনের অন্তিম মুহূর্তে পৌঁছে গেলেন। এ সময় সালমান তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার অবস্থা তো আপনি ভালোই জানেন। এখন আমাকে কী করতে বলেন, কার কাছে যেতে পরামর্শ দেন?'

পুরোহিত বললেন, 'বৎস, আমরা যে সত্যকে ধরে রেখেছিলাম, সে সত্যের ওপর ভূ-পৃষ্ঠে অন্য কোনো ব্যক্তি অবশিষ্ট আছে বলে আমার জানা নেই। তবে অদূর ভবিষ্যতে আরব দেশে একজন নবী আবির্ভূত হবেন। তিনি ইবরাহীমের দ্বীন নতুনভাবে নিয়ে আসবেন। তিনি তার জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে বড়বড় কালো পাথরের যমীনের মাঝখানে খেজুর উদ্যানবিশিষ্ট ভূমির দিকে হিজরত করবেন। দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট কিছু নিদর্শনও তার থাকবে। তিনি হাদিয়ার জিনিস তো খাবেন, কিন্তু সদাকার জিনিস খাবেন না। তার দুকাঁধের মাঝখানে নবুওয়াতের মোহর থাকবে। তুমি পারলে সে দেশে যাও।'

এরপর পুরোহিত মারা গেলেন। এখন সালমান পুরোপুরি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। এখন গন্তব্য অনেকদূর। পথ চেনা নেই। একা একা যাওয়াও সম্ভব নয়। কোনো কাফেলা পেলে সহজ হতো। আরবরা এখানে ব্যবসা করতে আসে। সবসময় আসে না। বছরের নির্দিষ্ট কিছু মাসে আসে। এরকম কোনো আরব কাফেলার অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

সব অপেক্ষাই একদিন শেষ হয়। সময় এমনই। সালমানের অপেক্ষাও শেষ হলো। একটা আরব কাফেলা পাওয়া গেল। আম্মুরিয়াতে থাকাকালে তিনি কিছু গরু ও ছাগলের মালিক হয়েছিলেন। সেগুলোর বিনিময়ে কাফেলার লোকজন তাকে নিতে রাজি হলো।